দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তুর প্রতি ভালোবাসা-আসক্তি (الشَّهْوٰت) মানুষের জন্য সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তুর প্রতি ভালোবাসা-আসক্তি"**

পবিত্র কুরআন মাজীদে **الشَّهْوٰت** বলা হয়েছে যার অর্থ কুপ্রবৃত্তি ভালোবাসা-আসক্তি যৌনতৃপ্তি কামনা করা, কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আকাঙ্খা-ইচ্ছা পোষণ করা। দুনিয়ার এই কামনা বাসনা ইচ্ছা আল্লাহর নিষিদ্ধবস্তুর উপর হতে পারে আবার হালাল বস্তুর উপর ও হতে পারে। **الشَّهْوٰت** এর মূল **ش ه و** দ্বারা গঠিত শব্দগুলো মোট ১৩ টি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬ টি আয়াতই জন্মাতীদের জন্য বলা হয়েছে, জান্নাতীরা মনে যা চাইবে, তাই তারা সেখানে পাবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আলে ইমরান ৩:১৪**

১. (নারী স্ত্রী), সন্তান, সোনা-রূপার স্তুপ, চিহ্নধারী ঘোড়া, গবাদি পশু এবং খেত খামারের প্রতি ভালোবাসা ও আসক্তি মানুষের জন্য সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। (মানুষের পরীক্ষার জন্য)

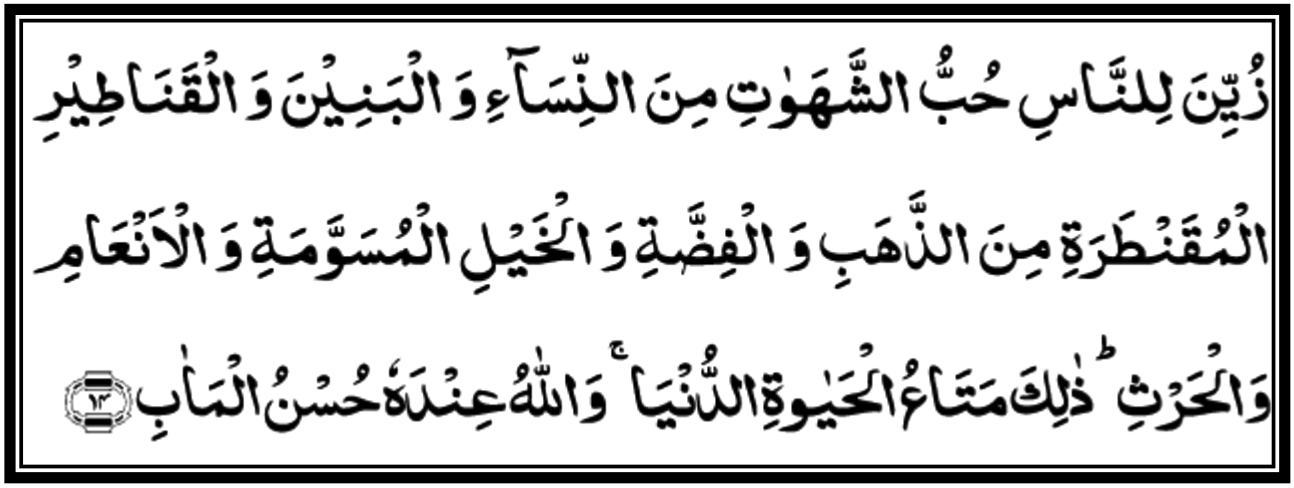
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۴﴾

নারী, সন্তান, রাশীকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং খেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হইয়াছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ তাহারী নিকট রহিয়াছে উত্তম আশ্রয়স্থল। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নিসা ৪:২৭

২. আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তোমাদের (মুমিনদের) তওবা ও অনুশোচনা কবুল করতে। অপরদিকে যারা কুপ্রবৃত্তির এত্তেবা (অনুসরণ) করে, তারা চায় তোমরা যদি সত্যের পথ থেকে চরমভাবে বিচ্যুত হও।

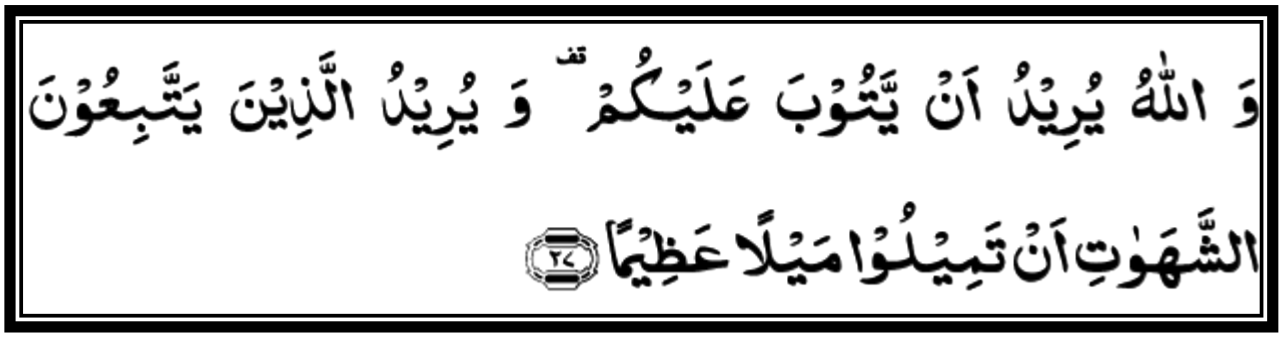
وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ
الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করিতে চাহেন, আর যাহারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও। (সূরা আন নিসা ৪:২৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মরিয়ম ১৯:৫৯

৩. তাদের পরে আসল এমন একটি উত্তর প্রজন্ম যারা বিনষ্ট করে দেয় সালাত এবং অনুগামী হয় কুপ্রবৃত্তির/কামনা-লালসার। তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

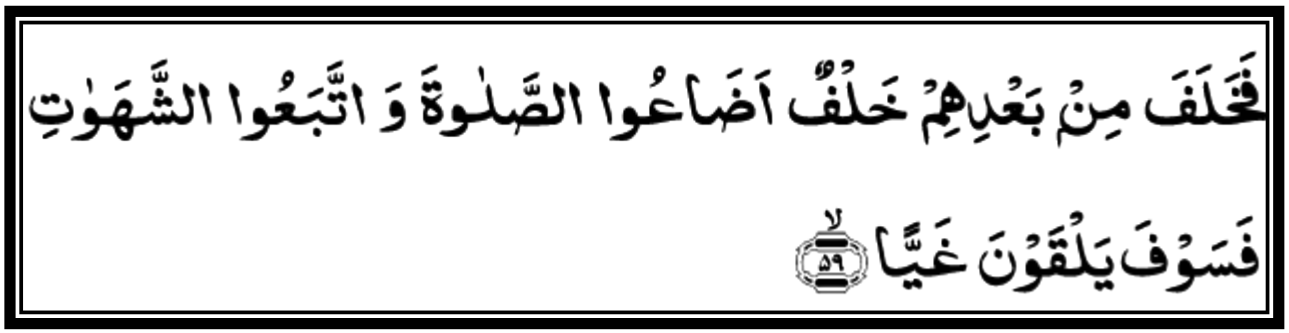
فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

উহাদের পরে অসিল অপদার্থ প্রবর্তীরা, তাহারা সালাত নষ্ট করিল ও লালসা-পরবশ হইল। সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, (সূরা মরিয়ম ১৯:৫৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আরাফ ৭:৮১

৪. [লুত (আ:) এর জাতি প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে] তোমরা যৌনতৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাচ্ছো। তোমরা তো এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।

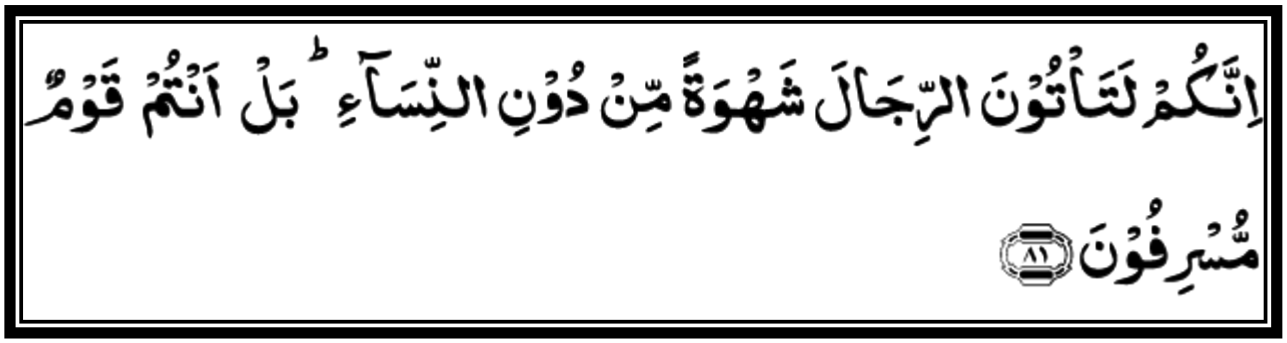
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর; তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' (সূরা আল আরাফ ৭:৮১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নামল ২৭:৫৫

৫. [লুত (আ:) আর কওমকে বলা হচ্ছে] তোমরা যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে নারীর পরিবর্তে পুরুষ গমন করছো? তোমরা তো এক জাহেলী সম্প্রদায়।

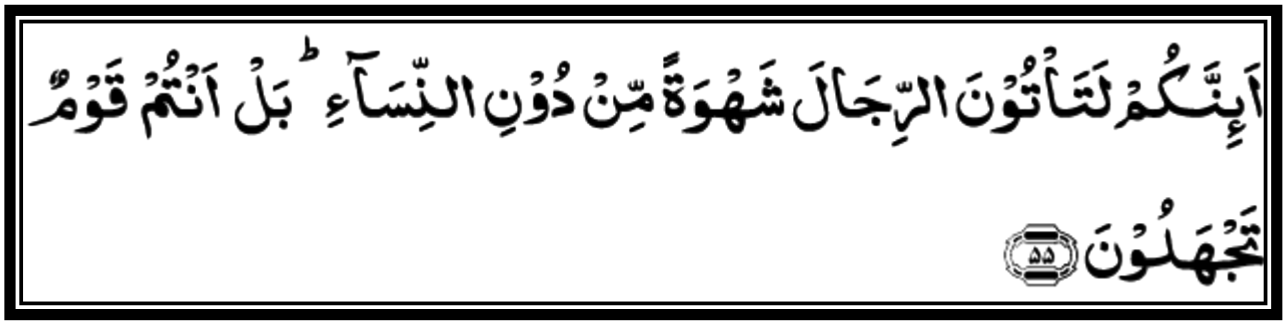
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। (সূরা আন নামল ২৭:৫৫)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমাদের নফস অন্যায় ও খারাপ কাজে জড়িত হওয়ার জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে। এটা শয়তানের অসওয়াসা। নফসের অন্যায়, খারাপ আবদার দমন করাই মুমিনের কর্তব্য। আমরা যদি নফসের অন্যায় চাহিদাকে দমন করতে না পারি, তাহলে দুনিয়ায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো এবং আখেরাতে শাস্তির সম্মুখীন হব। আল্লাহর কাছে আসুন আমরা দোয়া করি, হে আমার রব নফস ও শয়তানের অন্যায় কাজ করার প্ররোচনা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/